কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা, ৮ মার্চ নির্বাচন

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে কেরুজ গ্যারেজ সেডে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা। নির্ধারিত সময়েও শুনশান ছিলো সভা চত্বর। সাড়ে ১১ টার পর থেকে শ্রমিক সংগঠন থেকে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে।

দুপুর ১২ টার দিকে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। পবিত্র কোরআন তেলোয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলীর সভাপতিত্বে সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্টা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০১৯ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১১ লাখ ৫৭ হাজার ৩১৭ টাকা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৫ লাখ ৭০ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৫ লাখ ৮৬ হাজার ৮১৭ টাকা। ২০২০ সালে আয় হয়েছে ১২ লাখ ৪৫ হাজার ১৫৩ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬০ টাকা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৮ হাজার ৫৯৩ টাকা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সভাপতি প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, আবু সাঈদ, হাজি আকরাম আলী, এসএম কবির, মোহন ইসলাম, নুর ইসলাম, ইদ্রিস আলী, হাফিজুল ইসলাম, সাইফ উদ্দিন সুমন প্রমুখ।

সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় আরো আলোচনা করেন সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, রেজাউল করিম, ইসমাইল হোসেন, বাবর আলী, শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রাব্বিক হাসান, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারী) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপ-ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আবুল ফাত্তাহ, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি)

জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাত্র ১ দিন আগে। সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো ৬ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহাৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মরসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাশ থাকে গরম। কেরুজ আঙ্গিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারনায় মুখরিত থাকে। প্রার্থীদের দৌঁড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা খানেকটা থমকে গেছে এবারের নির্বাচনে। ভোটের বাকী মাত্র ১৫ দিন।

নেই নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌঁড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে নেই ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আলোক সজ্জায় সজ্জিত সংগঠন কার্যালয়গুলো পেট ভোজনের আয়োজন পড়ছেনা চোখে। অনেকটাই যেন ভূতরে অবস্থায় পরিণত হয়েছে কেরুজ এলাকা। এবার প্রার্থীরা ভোটার ও সমর্থকদের নিয়ে কোনই মহড়া দিচ্ছেনা। দেখাচ্ছেনা দল ভারী দেখানো শো-ডাউন। নেপথ্যে রয়েছে বহু রহস্য। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছে, চাকে সেই মধু নেই বলেই কি মৌমাছির গুনগুনানি বন্ধ? থলেতে কি নেই নিয়োগ ও বদলী বাণিজ্য? নাকী অন্যান্য মিল বন্ধের আতংক বিরাজ করছে কেরুতেও ? এখনো পর্র্যন্ত কি নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার মদ বিক্রয় কেন্দ্রের এজেন্টদের দেখা মিলেনি? নাকী এজেন্টরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে?

দীর্ঘদিন সংগঠন কার্যালয়গুলো জনমানবহীন থাকলেও হঠাৎ করেই গতকাল থেকে জমজমাট অবস্থায় পরিণত হওয়ার নেপথ্যের রহস্যই বা কি? তবে গতকাল শনিবার সকাল থেকেই সংগঠনগুলো ছিলো কর্মী, সমর্থক, ভোটার ও বহিরাগতদের ভীড়। প্রত্যেক সংগঠন থেকে বিশাল র্যালি সহকারে সভাস্থলে যোগদান করা হয়েছে। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন, তৈয়ব সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান পরিষদের সভাপতি তৈয়ব আলী ও সবুজ সংগঠনের কর্ণধর ফিরোজ আহমেদ সবুজ।

সাধারণ সম্পাদক পদে মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মাসুদ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান ও প্রিন্স সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স। এ ছাড়া সহ-সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদকসহ সদস্য পদে অসংখ্য প্রার্থীর নাম শোনা

যাচ্ছে। কবে নাগাদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তফসিল ঘোষণা করবে তা এখনো জানা যায়নি।

আলমডাঙ্গায় অনৈতিক কাজের সময় প্রবাসীর স্ত্রী ও প্রেমিক আটক

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের ওয়াজ মাহফিল শোনার নামে প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে অনৈতিক কাজের সময় হাতে নাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গার ওসমানপুর বাজার প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে।

অনৈতিক কাজের সময় ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় পুলিশে তুলে দেয় এলাকাবাসী।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে ১ সন্তানের জনক বদর আলী দীর্ঘদিন ধরে হারদী ইউনিয়নের ওসমানপুর গ্রামের সৌদিআরব প্রবাসী সফিনের স্ত্রী ২ সন্তানের জননী বিলকিসের সাথে পরকিয়া প্রেম করে আসছিল।

সৌদিআরব প্রবাসী সাফিনের স্ত্রী ২ সন্তানের জননী বিলকিস গাংনী উপজেলা ঝোড়পাড়া-মিনিপাড়ার মেয়ে।

গত শুক্রবার আলমডাঙ্গার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর বাজারের পাশে ওয়াজ মাহফিল চলছিলো। ওয়াজ মাহফিলে প্রবাসীর স্ত্রী বিলকিসের বাড়ির সকলে চলে যায়। বাড়ি ফাঁকা থাকায় পরকিয়া প্রেমিক বদরকে আসতে বলে বিলকিস।

এ সময় প্রবাসীর স্ত্রীর বাড়ির পাশে অজ্ঞাত ব্যক্তি চলাচলে সন্দেহ করে এলাকাবাসী। ওঁত পেতে বসে থাকে বিলকিসের বাড়ির পাশে। রাত ৯টার দিকে কদর ঘরে ঢুকলে এলাকাবাসী তাদের আটক করে ঘরে তালা বদ্ধ করে রাখে।

এ ঘটনাটি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে ওসমানপুর ফাঁড়ি পুলিশ উপস্থিত হয়ে কদরকে আটক থানা হেফাজতে নেয়।

আলমডাঙ্গায় দিনে-দুপুরে পাখি ভ্যান চুরি

আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার ব্যস্ততম সড়কের হলুদ পট্রিতে দিনে-দুপুরে ভ্যান চালককে প্রতারণা করে চুরি করে নিয়েছে আয়ের সম্বল পাখি ভ্যান। গতকাল শনিবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গার হলুদ পট্টিতে এ ঘটনা ঘটে। পাখি ভ্যান চুরি হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়ে চুয়াডাঙ্গা শিশু ভ্যান চালক ইকবাল।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিনমজুর খোরশেদ আলির ছেলে শিশু ইকবাল সংসারের অভাবে কারণে লেখাপড়া ছেড়ে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে জন্য পাখি ভ্যান ক্রয় করে। গত কয়েক মাস আগে ইকবালের বাবা খোরশেদ পাখি ভ্যান কিনে দেয়।

সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ৫ থেকে ৭ শত টাকা আয় করে পরিবারের অভাব ঘুচাত।

গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর বাজার থেকে আলমডাঙ্গায় আসার জন্য ২ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি ভাড়া হিসেবে ৫ শত টাকা চুক্তি করে।

শিশু ভ্যান চালক ভালাইপুর থেকে হাটবোয়ালিয়া হয়ে বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গায় পৌঁছায়। আলমডাঙ্গার হলুদ পট্রিতে প্যাসেঞ্জার দুজন পৌঁছালে শিশু ভ্যান চালক ইকবালকে বলে ওই দোকান একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তুমি গেলে সে তোমাকে ১ লক্ষ টাকা দিবে তুুমি গিয়ে নিয়ে আসো। তাদের কথা অনুযায়ী সে টাকা আনতে গেলে হলুদ পট্রির মধ্যে দোকান খুঁজে না পেলে সে ফিরে আসে।

রাস্তায় ফিরে তার ভ্যান ও প্যাসেঞ্জার কাউকে দেখতে না পেয়ে

কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরে আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হয়ে পুলিশের নিকট চুরির হয়ে যাওয়া গাড়ির বিবরণ দেয়।

দর্শনায় বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ আটক-২

দর্শনা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬ কেজি গাঁজাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায় গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোটবলদিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ০৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতার করা হয়েছে মোঃ বাবুল (৩৭) পিতাঃ মৃতঃ আলাউদ্দিন সাং- বড়বলদিয়া ও মোঃ মোকারম আলী (৩৪) পিতাঃ মোঃ খোরশেদ সাং- ছোটবলদিয়া নামের দুই আসামিকে।

এ ঘটনায় এস আই সাইফুল ইসলাম বাদি হয়ে গ্রেফতারকৃত ২ জনসহ মোট ৪ জনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে।

দামুড়হুদায় চাঞ্চল্যকর ধর্ষণের আসামি স্বাধীন আটক

দামুড়হুদার জয়রামপুরে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর ঘটনার অভিযোগে ধর্ষক স্বাধীন(২০) কে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

জানা যায়, গতকাল শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে জয়রামপুর মাঠপাড়ার নিজ

বাড়ি থেকে স্বাধীন কে আটক করে পুলিশ। অভিযুক্ত স্বাধীন জয়রামপুর মাঠ পাড়ার ডালুর ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার জয়রামপুর গ্রামের হাজী পাড়ার আ: আলিমের স্ত্রী সালমা খাতুন বাদি হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে একটি ধর্ষণের এজাহার দায়ের করেন।

অভিযুক্ত ৫ জন আসামির মধ্যে ১নং আসামি ধর্ষক স্বাধীনকে আটক করে পুলিশ। এজাহারের প্রেক্ষিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন, সেকেন্ড অফিসার এসআই বাকি বিল্লা সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জয়রামপুর মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ধর্ষক স্বাধীনকে আটক করে। বর্তমানে আটককৃত স্বাধীন থানা হাজতে আছে।

এসআই বাকি বিল্লা বলেন, ধর্ষণের এজাহারের প্রেক্ষিতে ১নং আসামি স্বাধীনকে আটক করা হয়েছে। বাদি-বিবাদী পক্ষ আপোষ মীমাংসার জন্য আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত সময় নিয়েছে। আপোষ না হলে মামলা রজু করা হবে।

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন এর সহায়তায় রীনা খাতুন পেলো মাথা গোজার ঠাঁই

অসহায় এক দরিদ্র পরিবারকে ঘর তৈরির জন্য দর্শনা ভালোবাসার বন্ধনের পক্ষ থেকে টিন প্রদান করা হয়েছে । গতকাল কুড়ুলগাছ ইউনিয়নের বুইচেতলা গ্রামের হাবিল উদ্দিনের স্ত্রী রীনা খাতুনকে ঘর নিমার্ণের জন্য ৪ বান টিন এবং ঘর তৈরির সকল ব্যবস্থা করে এ মানবিক গ্রুপটি।

ভালোবাসার বন্ধনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন জানান, রীনা খাতুনের বসবাসের কোন জমি ছিলো না। সে তার পরিবারকে নিয়ে একই গ্রামের নুর আমিনের জমিতে থাকতেন। সেখান থেকে নুর আমিন তার পরিবারকে তুলে দেয়। এরপর তার শাশুড়ীর একটুরা জমিতে ঠাঁই

পেলেও ঘর করার মত সামর্থ ছিলো না।

এ সময় ভালোবাসার বন্ধন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে রীনা খাতুন একটি মাথা গুজার ঠাঁই পেলো। সমাজের বৃত্তশালী ব্যক্তিরা যদি ভালোবাসার বন্ধনের মত করে এগিয়ে আসতো তাহলে সমাজের সকল দরিদ্র পরিবার গুলো খুঁজে পেতো তাদের আশ্রয়স্থল।

টিন দেওয়ার সময় ভালোবাসার বন্ধনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি শামীম হোসেন মিজি, সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এ হাসান রঞ্জু, প্রচার সম্পাদক উজ্জল ভট্টাচার্য, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক আরিফ হাসান, নিবার্হী সদস্য রাজু আহম্মেদ, লিপটন প্রমুখ।

ধরাছোঁয়ার বাইরে গডফাদার আক্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলা গ্রামের মমিনের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আক্তার আবারো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জানা গেছে, আক্তার দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নিজেকে বিভিন্ন প্রশাসনের সোর্স পরিচয়ে দাপিয়ে বেড়ায়।

তার বিরুদ্ধে উঠতে থাকে নানান অভিযোগ। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এলাকার বিভিন্ন লোকজন বুইচিতলা গ্রামের জনপ্রতিনিধি আলি আহমেদকে জানতে চাইলে তিনি বলেন আকতার তো মাদকের গডফাদার সে এখনো রমরমা ব্যবসাকরছে।

কয়েক মাস পূর্বেও সে মাদকসহ বিজিবির হাতে ধরা পড়ে হাজত খেটে বাড়ি এসে আবারো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। আক্তারের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

আক্তারের অপকর্ম বন্ধে তার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা ০৬ বিজিবি মহাপরিচালকের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসীসহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আঠারোখাদা গ্রামের সোলিং রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এ রাস্তার পাশে নির্মিত গাইড ওয়াল ফেটে যাওয়ায় গ্রামবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃস্টি হয়েছে। এদিকে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের বিষয়ে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের।

এলাকাবাসীর অভিযোগ আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের আঠারোখাদা গ্রামের মুচিপাড়ায় জেলা পরিষদের প্রায় তিন লাখ টাকার বিনিময়ে সোলিং রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এ রাস্তা নির্মাণ কাজের ঠিকাদার কুমারি ইউনিয়নের মোজাম্মেল হক। বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর ও আঠারোখাদা গ্রামে ১ হাজার মিটার রাস্তায় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয় জেলা পরিষদ।

এ রাস্তা নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মোজাম্মেল হক রাস্তা নির্মাণ করে। রাস্তায় ব্যবহার করা হয় নিম্নমানের ইট। সোলিং রাস্তা নির্মাণে ৩ ইঞ্চি বালির জায়গায় মাটি দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়। নিম্নমানের এ রাস্তা তৈরির কারণে এলাকাবাসী বাঁধা প্রদান করলেও তাদের দম্ভক্তির কারণে পিছিয়ে যায় এলাকাবাসী।

এনায়েতপুর গ্রামের সবুজ, হামিদ, সুজন, তাইজেল জানান, গত ১ মাস পূর্বে এনায়েতপুর গ্রামের প্রায় ৪শ মিটার রাস্তার কাজ করে। রাস্তায় ব্যবহার করে নিম্নমানের ইট। নিম্নমানের ইটের ব্যবহারের জন্য ভেঙে যাচ্ছে রাস্তা। এ রাস্তায় এনায়েতপুর গ্রামের হাজার হাজার বিঘা জমির ধানের গাড়ি চলাচল করলে ইটে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আঠারোখাদা গ্রামের আবুল কাশেম, রহমান, সঞ্জিত, সুজিত সুফিয়া, নাসিমা বেগম জানান, আমাদের গ্রামে প্রতিক্ষার পর রাস্তা নির্মাণ করা হয়। রাস্তায় ব্যবহার করা হয় নিম্নমানের ইট। এ রাস্তার

দুপাশেই আছে গর্ত। গর্তের জায়গায় হাটু পর্যন্ত পানি জমে। গর্তের দু পাশের নির্মিত গাইড ওয়াল ফেটে গেছে। রাস্তায় গর্তের জায়গায় মাটি ভরাট করার কথা থাকলেও নাম মাত্র মাটি দিয়ে এ রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

এ ঘটনায় জেলা পরিষদের মেম্বর জানান, আমরা সরাসরি রাস্তার কাজ দেখতে পারি না। রাস্তার কাজ গুলো দেখে ইঞ্জিনিয়ার। যদি কোন ধরণের দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তাহলে তাকে বিল প্রদান করা হবে না।

জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার বলেন, রাস্তার দুর্নীতি কখনো মেনে নেওয়া হবে না। যদি নিম্নমানের ইট ব্যবহার ও ওগাইড ওয়ালে ফাটল দেখা দেয় তাহলে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বাঁশ বাগান থেকে পরিত্যাক্ত পিস্তল উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় মাটি খুড়তেই বেড়িয়ে আসলো পিস্তল। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের সামসুদ্দিনের ছেলে নিয়ামত বিকালে বাঁশ বাগানের মধ্যে মাটি কাটছিলো। এ সময় দীর্ঘদিনের পরিত্যাক্ত পিস্তল উঠে আসে।

পিস্তল দেখে স্থানীয় লোকজন মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের নিকট জানালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পিস্তলটি উদ্ধার করে।

পরে পিস্তলটি রাত ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়।

[redacted]

[redacted]